জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

ইসলামি শরিয়তের সহজীকরণ নীতি ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ*
আবু তৈয়ব মোঃ নাজমুছছাকিব ভূঁইয়া**

Abstract

Islamic jurists have developed some important principles in the light of the Quran-Sunnah for the logical application of Islam in human life. One of these principles is at-Taisir (*التيسير*) or simplification. This is to adopt a relatively simple and convenient method by eliminating all the complications and difficulties in the servant's life according to the guidance of the Qur'an and Hadith. Since the Companions (ra.) onwards, the Hanafi, Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools have relied on this principle to solve various issues. Applying this principle to solve various modern issues and problems demands extensive thought and research. This article aims to discuss the introduction, importance, authenticity, and application of the principle of simplification in Islam. This study follows a descriptive and analytical approach, which will serve as a path for Bengali speakers to understand and find solutions to the issues of Shari'ah.]

চাবিশব্দ:আত্-তাইসির, আল-মাশাক্কা, শরিয়াহ, ফিক্হ

ভূমিকা

মানুষের সার্বিক কল্যাণকামিতাই ইসলামিশরিয়াতের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামিশরিয়াতে মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিধি-বিধানকে, যা আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, ফিক্হ বা মাসায়েল হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব বিধান নির্ণয়ে আলিমগণ কখনো কখনো সরাসরি মাসআলার বিধান বিদ্যমান এমন আয়াত বা হাদিসের ভাষ্যকে মূল মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার কখনো একাধিক আয়াত বা হাদিস গবেষণা করে তা থেকে কোনো একটি মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। যার জ্ঞান না থাকলে আধুনিক ও সমসাময়িক বিষয়ে সমাধান বের করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ এটি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় যা হতে এ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত অংশসমূহের বিধান অবগত হওয়া যায় এবং ইসলামি অনুশাসনগুলো অতি অনায়াসে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এসব নীতির মাঝে "আত্-তাইসির" বা সহজীকরণ নীতি অন্যতম; যাকে ইসলামি আইন বিশারদগণ "কাঠিন্য সহজায়ন আনে" (المشقة تجلب التيسير) বাক্যে ব্যক্ত করেছেন এবং এটিকে ফিক্হি মাসআলা নির্ণয়ের একটি অন্যতম নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনার পথে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির নিরসনই হলো এই মূলনীতির উদ্দেশ্য। একজন মুকাল্লিফ (যার উপর শরিয়াতের বিধানাবলি আরোপিত হয়) এ নীতির সক জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে শারঈ বিধান পালনে সাময়িক সমস্যা দূর করতে সক্ষম হবে। ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় "আত্-তাইসির" বা সহজীকরণ নীতি বিষয়ে কোনো গবেষণা পাওয়া যায় না; তাই এ বিষয়ে গবেষণার দাবি রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামিশরিয়ার সহজীকরণ নীতি ও এর প্রয়োগ পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

*এমফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
**সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার প্রকৃতি বিবেচনায় এ গবেষণাকর্মটিতে বিশ্লেষণাত্মক ও গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন এবং প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কিত কুরআন-হাদিস ও ফিকহের দিকনির্দেশনাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে গবেষণায় উল্লিখিত সহজিকরণ নীতি ও এর প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআন-হাদিস ও ফিকহের আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Research Method) এবং ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Explanatory Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ গবেষণাকর্মে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিবেচনায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) এবং লাইব্রেরি পদ্ধতি (Library Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

আত্-তাইসির বা সহজীকরণ নীতির পরিচিতি

"আত্-তাইসির" (التيسير) শব্দটি আরবি "اليسر" শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ- সহজ বা কঠিনের বিপরীত।[১] যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "আমি আল-কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? "।[২] শব্দটি স্বচ্ছলতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন আল-কুরআনে এসেছে, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা করবে"।[৩] আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, إن الدين يسر "নিশ্চয়ই ধর্ম তথা ইসলাম সহজ"।[৪]

পরিভাষায় "আত্-তাইসির" হলো, أنه عمل لايجهد النفس ولايثقل الجسم وهو حصول شيء عفوا بلا كلفة "এটি এমন কাজ যা আত্মাকে কষ্ট দেয়না এবং শরীরকে ভারাক্রান্ত করে না। বরং খুব সহজেই স্বঃতস্ফূর্তভাবে সেটি অর্জিত হয়"।[৫] ডক্টর আব্দুর রাকিব সালেহ মহসিন আত্-তাইসিরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, بناء الأحكام الشرعية وفق القدرة البشرية العادية، ومراعاة الأحوال الطارئة والإستثنائية بأحكام خاصة مخففة. "মানুষের স্বাভাবিক সামর্থ্য অনুযায়ী শার'ঈ বিধি-বিধান নির্ণয় করা এবং জরুরি ও ব্যতিক্রম পরিস্থিতি বিবেচনা করে সহজ বিধান বের করা"।[৬]

মোদ্দাকথা, আত্-তাইসির বা সহজীকরণ হলো, আল-কুরআন ও আল-হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী বান্দার আমলের মধ্যে সহজ ও সুবিধাজনক পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং যাবতীয় জটিলতা ও কাঠিন্যতাকে দূরীভুত করা। এটি ইসলামি শরিয়তের একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

আত্-তাইসির বা সহজীকরণ নীতির প্রামাণিকতা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আল-হাদিসের পাশাপাশি ফিক্হী মূলনীতিতেও সহজীকরণ নীতির অনুকূলে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

ক. আল-কুরআন

(১) সংকীর্ণতা দূরীকরণের নির্দেশনা: এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এসেছে,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর তার নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।[৭]

আল-কুরআনে আরও এসেছে,

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি"।[৮]

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ দ্বীন ও বান্দাহর জীবনে সংকীর্ণতা চান না মর্মে নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি প্রথম আয়াতে বান্দাহকে পবিত্র করা ও তার নি'য়ামত পূর্ণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে উক্ত নির্দেশনাকে জোর দিয়েছেন।

(২) কষ্ট লাঘবের নির্দেশনা: মহান আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

"দুর্বল, রুগ্ণ, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসুলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোনো পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু"।[৯]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের (কা'বা) হজ্জ অথবা উমরা করে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দূষণীয় নয়, এবং কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত"।[১০]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"তোমাদের পক্ষে যা সহজ আল্লাহ তা'য়ালা তাই চান ও তোমাদের পক্ষে যা কষ্টকর তা তিনি চান না"।[১১]

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

"আল্লাহ তোমাদের সাথে লঘু ব্যবহার করতে চান, যেহেতু মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন"।[১২]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ দুর্বল, রুগ্ণ, তথা শার'ঈ বিধানাবলি পালনে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে কষ্ট লাঘব করে সহজীকরণের নীতি প্রদান করেছেন। শেষোক্ত আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে; যেখানে মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে ইরশাদ করেছেন। যে সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল তাকে কঠিন বিধান দিয়ে কষ্ট দেয়া আল্লাহ তা'য়ালার নীতি পরিপন্থি।

খ. আল-হাদিস

(১) ইসলাম সহনশীল ধর্ম: রাসুলুল্লাহ (সা.)ইরশাদ করেছেন,

بعثت بالحنفية السمحاء

"আমি একনিষ্ঠ সহনশীল ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি"।[১৩]

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, ইসলাম এমন একটি সহনশীল ধর্ম, যার নিয়মাবলী পালন করা অত্যন্ত সহজ এবং মানুষের সাধ্যের ভিতরে।

(২) সহজীকরণের নির্দেশনা: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

بشروا ولاتنفروايسروا ولا تعسروا.

"তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াবে না; সহজ করবে, কঠিন করবে না"।[১৪]

রাসুলুল্লাহ (সা.)আরও ইরশাদ করেছেন,

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.

"তোমরা সহজকারীরূপে প্রেরিত হয়েছ কাঠিন্য আরোপকারী হিসেবে নয়"।[১৫]

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইসলামের বিষয়সমূহ সহজভাবে উপস্থাপন কর। কঠিন করার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিও না। প্রথম হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিষয়ে মানব জাতিকে ঘৃণা বিদ্বেষ না ছড়িয়ে সুসংবাদ দেয়া ও এর বিধানাবলীকে কঠিনভাবে উপস্থাপন করে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে সহজভাবে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় হাদিসে দা'ঈগণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের দা'ঈগণ অত্যন্ত বিনয় ও সহনশীলতার সাথে

ইসলামীশরিয়াতের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে, যাতে করে মানুষ ইসলামীশরিয়াতের উপর অবিচল থাকতে কোনো প্রকার অনীহা প্রকাশ না করে।

(৩) তুলনামূলক সহজ পন্থা বেছে নেয়া: আয়েশা (রা.)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ما خير رسول االله صلي االله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما.

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুটি বস্তুর মাঝে স্বাধীনতা দেয়া হলে তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন যদি সেটি অবৈধ না হয়"।[১৬]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বীয় আমলের মাধ্যমে উম্মতকে দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনামূলক সহজটি আমলে নেয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

গ. ফিক্হি কায়দা থেকে প্রমাণ

নিম্নে কয়েকটি ফিক্হি কায়দা উল্লেখ করা হলো যেগুলো আত্-তাইসির বা সহজীকরণের পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

(১) কাঠিন্য সহজায়ন আনে (المشقة تجلب التيسير)[১৭]:

আত্-তাইসির এর সাথে এ কায়দাটির সম্পৃক্ততা সুস্পষ্ট। ইসলামিশরিয়াহ মানবজীবনে কাঠিন্য চাপিয়ে দিতে চায় না বরং সব সময় বিভিন্ন জটিলতা ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে বিধান নির্ধারণ করে যাতে একজন ব্যক্তি খুব সহজেই তাঁর কর্তব্যটি পালন করতে পারে। আল-কুরআনে এসেছে, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর"।[১৮]

(২) অতি প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কেও বৈধতা দেয় (الضرورات تبيح المحظورات)[১৯]:

উল্লিখিত কায়দাটি ইসলামি আইনে সহজীকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। অত্যধিক প্রয়োজন যা পূর্ণ না করলে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে অথবা কাছাকাছি কোনো অবস্থায় পতিত হতে পারে, এ ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলামিশরিয়াহ সহজ বিধান নির্ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নির্দেশনা হলো,

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু"।[২০]

(৩) পরিমাণের ভিত্তিতে অতি প্রয়োজনকে পরিমাপ করা হয় (الضرورات تقدر بقدرها)[২১]:

উল্লিখিত নিয়মটি অত্যধিক প্রয়োজন অবৈধকে বৈধ করে সে বিষয়ে সতর্ক করে যে, বৈধতার বিষয়টি শুধুমাত্র প্রয়োজন পূর্ণ করার অনুমতি দেয় মাত্র, যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের উপর থেকে সাময়িক কষ্টকাঠিন্য দূর করবে। সুতরাং সে বিষয়ে তাকে প্রশস্ততা দেয় না অর্থাৎ যতটুকুর মাধ্যমে প্রয়োজন পূর্ণ হয় ততটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এর স্বপক্ষে ইমাম শাফি'ঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহির একটি উক্তি: (كل ما أحل من محرم في معنى لايحل إلا في ذلك المعنى خاصة ،

(فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم) “নিষিদ্ধ বিষয় হতে যা কিছু জায়েয তা শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট অর্থে অনুমোদিত। যদি সেই বিষয় অপসারণ করা হয়, তাহলে তা আবার আসল নিষেধে ফিরে যায়”।[২২] যেমন শরীরের কোনো ক্ষত স্থানে পট্টি ব্যবহার করলে ক্ষত স্থানের বাহিরে সুস্থ অংশে ব্যবহার করা যাবে না, যদি এমনটি হয় তবে পট্টির উপর মাসেহ বিশুদ্ধ হবে না।

সহজীকরণের কারণ

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহজীকরণ নীতিটি তখনই প্রয়োগ হবে যখন সে المشقةতথা কাঠিন্য বা অসুবিধার মুখোমুখি হবে। المشقة শব্দটি الشق হতে নির্গত যার অর্থ- কষ্ট,প্রচেষ্টা। যেমন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বাণী لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة “আমার উম্মাতের উপর কষ্টকর হয়ে যাবে -যদি একথা মনে না করতাম তাহলে আমার উম্মাতকে প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম”।[২৩] পরিভাষায় “আল মাশাক্কা” হলো, “أنها التكليف بما لا يطاق حيث ينتج عنه عناد وتعب“এটি এমন একটি অসহনীয় কার্যভার যা ভীষণ কষ্ট ও ক্লান্তির কারণ হয়ে থাকে”।[২৪] المشقة বা কাঠিন্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ কাঠিন্য যা শার'ঈ বিধান পালনে প্রতিবন্ধক হয়। সাধারণ কষ্ট বা কাঠিন্য উদ্দেশ্য নয়। যেমন জিহাদের কষ্ট,হদের (শাস্তি) কষ্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী ও সন্ত্রাসীদেরকে হত্যার কষ্ট ইত্যাদি। অতএব বলা যায়, কোনো ব্যক্তি শরিয়াতের কোনো বিধান পালনে সমস্যার সম্মুখীন হলে উক্ত সমস্যাটিই শরিয়াতের বিধানটির সহজীকরণের কারণ বলে বিবেচিত হবে। ইসলামি আইন বিশারদগণ সহজীকরণের কয়েকটি বিশেষ কারণ উল্লেখ করেছেন।[২৫] যেগুলো নিম্নরূপঃ

ক. ভ্রমণ (السفر): এক্ষেত্রে সহজীকরণ হলো, চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকাত আদায় করা বা কসর করা, দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা, রমাদান মাসে রোযা ভঙ্গ করে পরবর্তীতে আদায় করা, জুম'আ ছেড়ে দেয়া, একদিন এক রাত পর্যন্ত মুকীম ব্যক্তি এবং তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোযার উপর মাসেহ করা।

খ. অসুস্থতা (المرض): অসুস্থতার মাধ্যমে সহজীকরণ হলো– অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা, ফরজ সালাত বসে আদায় করা, মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকা, জুম'আর সালাত থেকে বিরত থাকা, রামাদানের রোযা ভঙ্গ করা, নিজের হজ্জ আদায়ে অন্যকে মনোনীত করা।

গ. জোর জবরদস্তি করা (الإكراه): এর দ্বারা ইচ্ছা ও পছন্দ পরিবর্তন করা হয়।

ঘ. ভুলে যাওয়া (النسيان): যার মাধ্যমে কোন ফরজ রহিত হয়ে যায়। যেমন- কোনো ব্যাক্তি জুম'আর সালাতের উপস্থিতির বিষয়টি ভুলে গেল, তখন সে যোহরের সালাত আদায় করবে।

ঙ. অজ্ঞতা (الجهل): কোনো ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে কোনো একটি বিধান ছেড়ে দিল।

চ. সাধারণ বিপর্যয় (عمومالبلوى):যেমন- রাস্তাঘাটের ময়লা কাপড়ে লেগে থাকা অবস্থায় সালাত আদায়ের অনুমতি থাকা।

ছ. অসম্পূর্ণতা (النقص): যার মাধ্যমে শিশু ও পাগল ব্যাক্তির উপর শরিয়াতের বিধান প্রবর্তিত হয়না। অনেক আমল যা পুরুষের জন্য জরুরী কিন্তু মহিলাদের জন্য জরুরী নয়। যেমন- জামা'আতে সালাত আদায় করা, জিহাদে উপস্থিত হওয়া।[২৬]

আত্-তাইসিরের ধরণ

ইসলামিশরিয়াতে সহজীকরণ নীতির কয়েকটি ধরণ রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. দ্রুত আদায়ের সহজীকরণ (التيسير بالتعجيل):

কোনো ব্যক্তির আমলের সক্ষমতা থাকাবস্থায় তার উপর আরোপিত বিধানটি দ্রুত আদায়ের নির্দেশনা দিয়ে ইসলামিশরিয়াহ বিষয়টিকে সহজ করেছে, যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (রামাদান) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে"।[২৭] অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সক্ষম বা সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর রামাদানের সিয়াম ফরয করার সাথে সাথে দ্রুত আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছেন।

খ. দেরিতে আদায়ের মাধ্যমে মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالتأجيل):

কোনো ব্যক্তির বিধান পালনে সাময়িক কোনো শার'ঈ প্রতিবন্ধকতা থাকলে বিধানটি পালনে প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যেমন আল্লাহ তায়ালা সিয়াম পালনের নির্দেশনা দেয়ার পর পরই উল্লেখ করেছেন যে, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ "এবং যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা সফরে তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে"।[২৮] অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা অসুস্থতা ও সফরকে উজর বা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন; যার দ্বারা বান্দা রামাদানের সাওম পরবর্তীতে বা প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর আদায়ের সুযোগ পায়।

গ. রহিতকরার মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالاسقاط):

বান্দার উপর থেকে কাঠিন্যের সময় আমল রহিত হয়ে যাবে। যেমন- যৌক্তিক উযর বা সমস্যার কারণে জুম'আর সালাত রহিত হয়ে যায়। অক্ষম ব্যক্তির উপর থেকে হজ্জের ফরয রহিত হয়ে যায়। অন্ধ, খোঁড়া, ল্যাংরা ও হাত কাটা ব্যক্তির উপর থেকে জিহাদের ফরয রহিত হয়ে যায়। হায়েয চলাকালে মহিলার ওপর সালাত আদায়ের ফরজ রহিত হয়ে যায়।

ঘ. হালকা বা হ্রাসকরণের মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالتخفيف):

মুসাফির ব্যক্তিরসালাতে সংক্ষেপণ বা কসর করার অনুমোদন রয়েছে অর্থাৎ সফরের মাশাক্কা বা কষ্টের কারণে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে দুই রাকাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তি সালাত-কে সাধ্যমত বসে বা শুয়ে, ইশারার মাধ্যমে আদায়ের অনুমোদন রয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবী ইমরান ইবন হুসাইনকে বললেন: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب "তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, যদি সক্ষম না হও তবে বসে আদায় কর, যদি বসেও সক্ষম না হও তবে শুয়ে আদায় কর"।[২৯]

ঙ. পরির্বতন বা বিকল্প আমলের মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالتبديل):

অসুস্থ ব্যক্তি অযু-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তি সালাত দাড়িয়ে আদায়ের পরিবর্তে বসে আদায়ের অনুমতি রয়েছে। অত্যধিক বার্ধক্যের কারণে রামাদানের সাওম-এর পরিবর্তে ফিদিয়া বা মিসকিনকে খাদ্য দেয়ার মাধ্যমে আদায়ের অনুমতি রয়েছে।

চ. আগে বা পরে আদায়ের মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالتأخير أو التقديم):

হাজী ও মুসাফির ব্যক্তি এক ওয়াক্তের সালাতকে পূর্বের ওয়াক্তের সালাতের সাথে বা পরের ওয়াক্তের সালাতের সাথে আদায়ের অনুমতি রয়েছে। যাকাতুল ফিতরকে ঈদের দিনের পূর্বেই আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

আত্-তাইসির বা সহজীকরণ নীতির প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত

একজন মুসলমানের সামগ্রিক জীবনেআত্-তাইসির বা সহজীকরণ নীতির অনেকগুলো প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বর্ণিত নীতির আলোকে কয়েকটি প্রয়োগ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

ক. শরীরের কোনো আক্রান্ত অংশে প্লাস্টার বা পট্টি থাকলে অযু-গোসলে করণীয়

ডান হাত ভাঙা ও প্লাস্টার করার কারণে অযু ও গোসলের বিধান মওকুফ হবে না। কারণ, তিনি বাম হাত ব্যবহার করতে পারেন, পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাম হাতের সহযোগিতা নিতে পারেন এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধোয়া ফরয এমন অঙ্গ প্রতঙ্গে পানি পৌঁছাতে পারেন। প্লাস্টারকৃত অংশে হালকাভাবে মাসেহ করলেই চলবে এতে পবিত্রতার কোনো ক্ষতি হবে না। মাসেহ শুধু একবার করাই যথেষ্ট। ধৌত করার মত একাধিকবার নয়। এর পক্ষে শার'ঈ দলিল হচ্ছে, ফিক্হ শাস্ত্রের সাধারণ নীতি যার পক্ষে কুরআন-হাদিসের সাক্ষ্য রয়েছে।নীতিটি হলো, "কাঠিন্য সহজায়ন আনে" (المشقة تجلب التيسير)। এ প্রসঙ্গে দলীল: আল্লাহ তা'য়ালার বাণী-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"আল্লাহ কারো উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত"।[৩০]

শার'ঈ বিধান পালনে বান্দা যদি সক্ষমতা রাখে, কিন্তু এতে তার কিছু ক্ষতি সাধিত হয় এমন সক্ষমতাকে শরী'আতে অনেক আমলের ক্ষেত্রে অক্ষমতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা, রোগ নিয়ে সাওম পালন করা, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ইত্যাদি।

সহীহ বুখারীতে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন:

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.

"তোমরা সহজকারীরূপে প্রেরিত হয়েছ, কাঠিন্য আরোপকারী হিসেবে নয়"।[৩১]

খ. ভীষণ ক্ষুধার মুহূর্তেহারাম খাবার বা মৃত প্রাণি খাওয়া

ইসলামি শরিয়াহ ভীষণ ক্ষুধার সময় হারাম খাবার ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং এমতাবস্থায় হালাল খাবার না পায় তাহলে সে হারাম খাবার ভক্ষণ করতে পারবে। যেমন– মৃত প্রাণী, শুকরের মাংস, এবং যে প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে জবেহ করা হয়েছে।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ.

"তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শুকর মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুকে খাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে যা তোমরা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার দেবীর উপর বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে"।[৩২]

এ আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি জীবন বাঁচানোর জন্য মৃত প্রাণী যা মূলত হারাম, তা সাময়িকভাবে তার জন্য হালাল।

এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে,

عَنْجَابِرِبْنِسَمُرَةَ،أَنَّرَجُلاً،نَزَلَالْحَرَّةَوَمَعَهُأَهْلُهُوَوَلَدُهُفَقَالَرَجُلٌإِنَّنَاقَةًلِيضَلَّتْفَإِنْوَجَدْتَهَافَأَمْسِكْهَا . فَوَجَدَهَافَلَمْيَجِدْصَاحِبَهَافَمَرِضَتْفَقَالَتِامْرَأَتُهُانْحَرْهَا . فَأَبَىفَنَفَقَتْفَقَالَتِاسْلُخْهَاحَتَّىنُقَدِّدَشَحْمَهَاوَلَحْمَهَاوَنَأْكُلَهُ . فَقَالَحَتَّىأَسْأَلَرَسُولَاللَّهِصلىاللهعليهوسلمفَأَتَاهُفَسَأَلَهُفَقَالَ " هَلْعِنْدَكَغِنًىيُغْنِيكَ " . قَاللاَ . قَالَ " فَكُلُوهَا " . قَالَفَجَاءَصَاحِبُهَافَأَخْبَرَهُالْخَبَرَفَقَالَ " هَلاَّكُنْتَنَحَرْتَهَا " قَالاَسْتَحْيَيْتُمِنْكَ.

"জাবির ইনব সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি হাররা নামক স্থানে অবতরণ করে এবং তার সাথে ছিল তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি। সে সময় জনৈক ব্যক্তি তাকে বলেন, আমার উট হারিয়ে গেছে, যদি তুমি সেটিকে পাও তবে বেঁধে রাখবে। সে ব্যক্তি সে উটকে পেল, কিন্তু তার মালিককে আর পেল না। হঠাৎ সে উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, তুমি এটিকে নহর বা যবাহ কর। কিন্তু সে তা করতে অস্বীকার করে এবং পরে উটটি মারা যায়। এরপর তার স্ত্রী বলেন, তুমি চামড়া ছুলে ফেল, যাতে আমরা এর গোশত ও চর্বি খেতে পারি, (কারণ আমরা উপোস ও ক্ষুধার্ত)। তখন সে ব্যক্তি বললেন, (অপেক্ষা কর) যাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। তখন সে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমার নিকট এমন কিছু (খাবার) আছে কি, যা তোমাকে এ মৃত জন্তু খাওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারে? তখন সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন, তবে তোমরা তা খেতে পারো। রাবী বললেন, এ সময় উটের মালিক সেখানে আসলে সে লোকটি তাকে ব্যাপারটি অবহিত করে। তখন উটের মালিক বললেন, তুমি তাকে কেন নহর করলে না? সে লোকটি বলল, তোমার কথা চিন্তা করে আমি লজ্জানুভব করি যে, বিনা অনুমতিতে সেটিকে কিভাবে যবেহ করবো?"[৩৩]

গ. পানির সন্ধান না পেলে তায়াম্মুম করা

ইসলামি শরিয়াহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু ও গোসলের বিধান আরোপ করেছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন হলে অযু বা গোসলের মাধ্যমে তা অর্জন করতে পারবে। তবে পানি পাওয়া না গেলে অযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম[৩৪] করার অনুমতি দিয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

"যদি তোমরা পবিত্রতার জন্য পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তার দ্বারা তোমাদের মূখমণ্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল, নিশ্চই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল"।[৩৫]

ঘ. দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা

জমহুর ফুকাহাগণ মত পোষণ করেছেন যে কোনো ব্যক্তি (مشقةমাশাক্কা) জটিল পরিস্থিতিতে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করতে পারবে। যেমন ট্রাফিক পুলিশ, তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় সালাতের সময় হলে দায়িত্বের কারণে সালাত আদায়ের সুযোগ না পেলে পরের ওয়াক্তে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করতে পারবেন।[৩৬] এ প্রসঙ্গে দলীল হিসাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এর হাদিসটি পেশ করা যায়,

عن ابن عباس قال جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة منم غير خوف ولامطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لايحرج أمته.

"ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) শত্রুর ভয় ও বৃষ্টির কারণ ছাড়াই মদিনাতে যোহর ও আসর সালাত এবং মাগরিব ও ঈশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.)কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর উম্মাত যেন অসুবিধায় না পড়ে সেজন্য তিনি এরূপ করতেন"।[৩৭]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ(রহ.) বলেন, দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার ব্যাপারে ইমাম আহমদ (রহ.) এর মাযহাব সবচেয়ে প্রশস্ত, কেননা তার থেকে বক্তব্য উল্লেখ হয়েছে যে, কোনো সমস্যার কারণে বা কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা যাবে এবং তার বক্তব্যের স্বপক্ষে ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিসটি উপস্থাপন করেন।[৩৮]

ঙ. পুরুষ ডাক্তার দ্বারা মহিলার চিকিৎসা বা অপারেশন করা

ইসলামি শরিয়ার নির্দেশনা মোতাবেক একজন নারী মাহরাম ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে পর্দা ছাড়া সাক্ষাৎ দিতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

"মুমিনদেরকে বলো- তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত"।[৩৯]

এ প্রেক্ষিতে একজন নারীর চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ কোনো নারী ডাক্তার পাওয়া গেলে তার থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা নিরাপদ ও জরুরি। তবে মহিলা ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে পুরুষ ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করানো যাবে। জরুরত বা প্রয়োজনের কারণে ইসলামি শরিয়াহ্ এর অনুমোদন

দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোনো কোনো ফকিহ্ রোগী দেখানোর সময় কাউকে সাথে রাখা, বিশেষ করে অপারেশনের সময় কোনো নার্স বা সহযোগী ডাক্তার সাথে থাকার শর্তারোপ করেছেন।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামিশরিয়াহ এই বিষয়ে সমর্থন করেনা যে, কোনো ব্যক্তি ইসলামের বিধি-বিধান পালনে নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করবে অর্থাৎ সক্ষমতার বাহিরে কোনো কিছু চাপিয়ে নিবে বা দিবে এবং ব্যক্তি নিজেকে কষ্ট দিয়ে শাস্তি দিবে বা ধ্বংস করে দিবে; বরং নিজের শরীর ও আত্মার হক আদায় করতে নির্দেশ দেয়। আর ইসলামিশরিয়ায় সহজীকরণ নীতি "তাইসীর" এটি এমন কাজ যা আত্মাকে কষ্ট দেয়না এবং শরীরকে ভারাক্রান্ত করে না। বরং খুব সহজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটি অর্জিত হয়। অতএব, সহজীকরণ নীতিবান্দার উপর থেকে শরয়ি বিধান পালনে যে কাঠিন্য বা কষ্ট আসে তা দূর করে দেয় এবং বিকল্প ব্যবস্থা করে। যেমন, হালাল খাদ্য না থাকা অবস্থায় মৃত প্রাণী বা হারাম খাদ্য গ্রহণ করা, পবিত্রতার জন্য পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করা, মহিলা ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে মহিলা রোগী পুরুষ ডাক্তার থেকে চিকিৎসা নেয়া, হায়েয নেফাস ও সফরে সাওম ভঙ্গ করে পরবর্তীতে কাযা করা ইত্যাদি। তবে লক্ষণীয় যে, উক্ত বিকল্প আমলটি শুধুমাত্র সাময়িক সময়ের জন্য। অর্থাৎ মূল অবস্থা ফিরে আসলে মূল হুকুমও ফিরে আসবে। তাই ইসলামি আইনের এই মূলনীতির আলোকে সমাধানকৃত বিষয়গুলো সকলেই আমলে নিয়ে আসলে আশা করা যায় একটি ইসলামি সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র ও টিকা

১ জামাল উদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানযূর আল-ইফ্রিকী, *লিসানুল আরব* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াত তুরাসিল আরাবি, ১৯৯৯ খৃ.), খ.৭, পৃ.১৬৬, মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন আব্দুল কাদের আল-রাজী, *মুখতারুস সিহাহ* (বৈরূতঃ মাকতাবাতু আল-লুবনান, তা. বি.), পৃ. ৩৪৩

২ আল-কুরআন, ৫৪: ১৭

৩ আল-কুরআন, ২: ২৮০

৪ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন কাসীর, ১৯৮৭ খৃ.), অধ্যায়: আল-ইমান, পরিচ্ছেদ: আদ্দীনু ইউসরুন, খ. ১, পৃ. ২৩, হাদিস নং-৩৯

৫ ইবরাহিম ইব্ন মূসা আল-লাখমী আশ্-শাতবী, *আল মুয়াফাকাতু ফি উসূলীশ শারীয়াহ্* (বৈরূতঃ দারুল মাআরিফাহ, ১৩৯৯ হি.), খ.২, পৃ. ৫২, মান্না' আল-কাত্তান, *রফয়ূল হারাজফি শারিয়াতিলইসলামিয়্যাহ* (সৌদি প্রকাশনা: ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৪২

৬ ডক্টর আব্দুর রাকিব সালেহ মহসিন আশ-শামী, *ফিকহুত তাইসির ফি আল-শারিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ* (কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ২০১৯), পৃ.১৫

৭ আল-কুরআন, ৫: ৬

৮ আল-কুরআন, ২২: ৭৮

৯ আল-কুরআন, ৯: ৯১

১০ আল-কুরআন, ২: ১৫৮

১১ আল-কুরআন, ২: ১৮৫

১২ আল-কুরআন, ৪: ২৮

১৩ আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন কাসীর, ১৯৮৭ খৃ.), খ. ৫, পৃ. ২৬৬

১৪ ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ জিহাদ ও সফর, হাদিস নং- ৪৩৭৫

১৫ ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ তাওহীদ, পরিচ্ছেদঃ আচার ব্যবহার, খ. ১, পৃ. ২৬১, হাদিস নং-৬১২৮

১৬ ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদঃ ফিল মানাকিব খ.৪, পৃ. ১৬৬, হাদিস নং ৩৫৬০, আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস ইব্ন ইসহাক ইব্ন বাশির আল-আযদী আস-সিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি), খ. ৫, পৃ. ১৪২, হাদিস নং-১৭৪

১৭ যাইনুদ্দীন ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নুজাইম আল-মাসরী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ১৯৯৯খৃ.), পৃ.৬৪

১৮ আল-কুরআন, ৬৪:১৬

১৯ ইব্ন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের*, পৃ.৭৩

২০ আল-কুরআন, ৫: ৩

২১ ইব্ন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের*, পৃ.৭৩

২২ ইমাম শাফেয়ী, *আল-উম্ম*, খ.৪ পৃ.২৭৮

২৩ ইমাম বুখারী, *আল জামি আস-সহীহ*, অধ্যায়ঃ জুমআ,পরিচ্ছেদঃ আস-সিওয়াকু ফি ইয়াওমুল জুমআ, খ.২, পৃ. ৩৭, হাদিস নং- ৮৮৭

২৪ ইবরাহিম ইব্ন মুসা আল লাখমী আশ্ শাতবী, *আল-মুয়াফাকাতু ফি উসূলীশ শারীয়াহ্*, (বৈরূতঃ দারুল মাআরিফাহ, ১৩৯৯ হি.), খ.২, পৃ. ৮

২৫ আব্দুর রহমান ইব্ন আবি বকর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল আশবাহ ওয়া আন নাযায়ের*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯০খৃ.), পৃ.৭৭

২৬আব্দুর রহমান ইব্ন আবি বকর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল আশবাহ ওয়া আন নাযায়ের*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০খৃ.), পৃ.৮০

২৭ আল-কুরআন, ২: ১৮৫

২৮ আল-কুরআন, ২: ১৮৫

২৯ ইমাম বুখারী, *আল জামে আস সহীহ*, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: সালাত কসর করা, হাদিস নং-১১১৭

৩০ আল-কুরআন, ২: ২৮৬

৩১ ইমাম আল-বুখারী, *আল জামিআস-সহীহ*, অধ্যায়: তাওহীদ, পরিচ্ছেদ: আচার ব্যবহার, খ. ১, পৃ. ২৬১, হাদিস নং-৬১২৮

৩২ আল-কুরআন, ৫: ৩

৩৩ আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস ইব্ন ইসহাক ইব্ন বাশির আল-আযদী আস-সিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরূত: আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ,তা.বি), অধ্যায়: কিতাবুল আতয়ীমাহ, পরিচ্ছেদ: ফিল মুত্তাররে ইলাল মাইতাহ, হাদিস নং-৩৮১৬

৩৪ তায়াম্মুম শব্দটি বাবে تفعل এর মাছদার, মূলবর্ণ ثلاثي، مضاعف م، م، ي) (অর্থ ইচ্ছা করা, নিয়ত করা। শরিয়াতের পরিভাষায় তায়াম্মুম হলো, قال صاحب قواعد الفقهية: التيمم هو مسح الوجه واليدين من صعيد طيب"পবিত্র মাটি দ্বারা চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসেহ্ করা"।

৩৫ আল-কুরআন, ৪: ৪৩

৩৬ আলা উদ্দিন আবুল হাসান আলী ইব্ন সোলাইমান আল-মারদাবী আদ-দামেশকী, *আল ইনসাফ ফি মাআরিফাতির রাজেহ মিনাল খেলাফ* (বৈরূত: মাকতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যা, ১৯৫৬ খৃ.), খ. ২, পৃ. ৩২১

৩৭ মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আবুল হাসান আল-কুশাইরী আন-নায়সাবুরী, *আস-সহীহ* (বৈরূত: দারে-ইহইয়ায়ুত তুরাছ আল আরাবী, তা.বি), অধ্যায়: সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কাসরিহা, পরিচ্ছেদ: বাবুল জাময়ে বাইনাস সালাতাইন ফিল হাদার, খ.২, পৃ. ৩৩৪

৩৮ ইবনু তায়মিয়াহ, *আল-মুওসুয়া আল-ফিকহিয়্যাহ*, খ.২, পৃ. ৯

৩৯ আল-কুরআন, ২৪: ৩০

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ২৮.১১.২০২৩